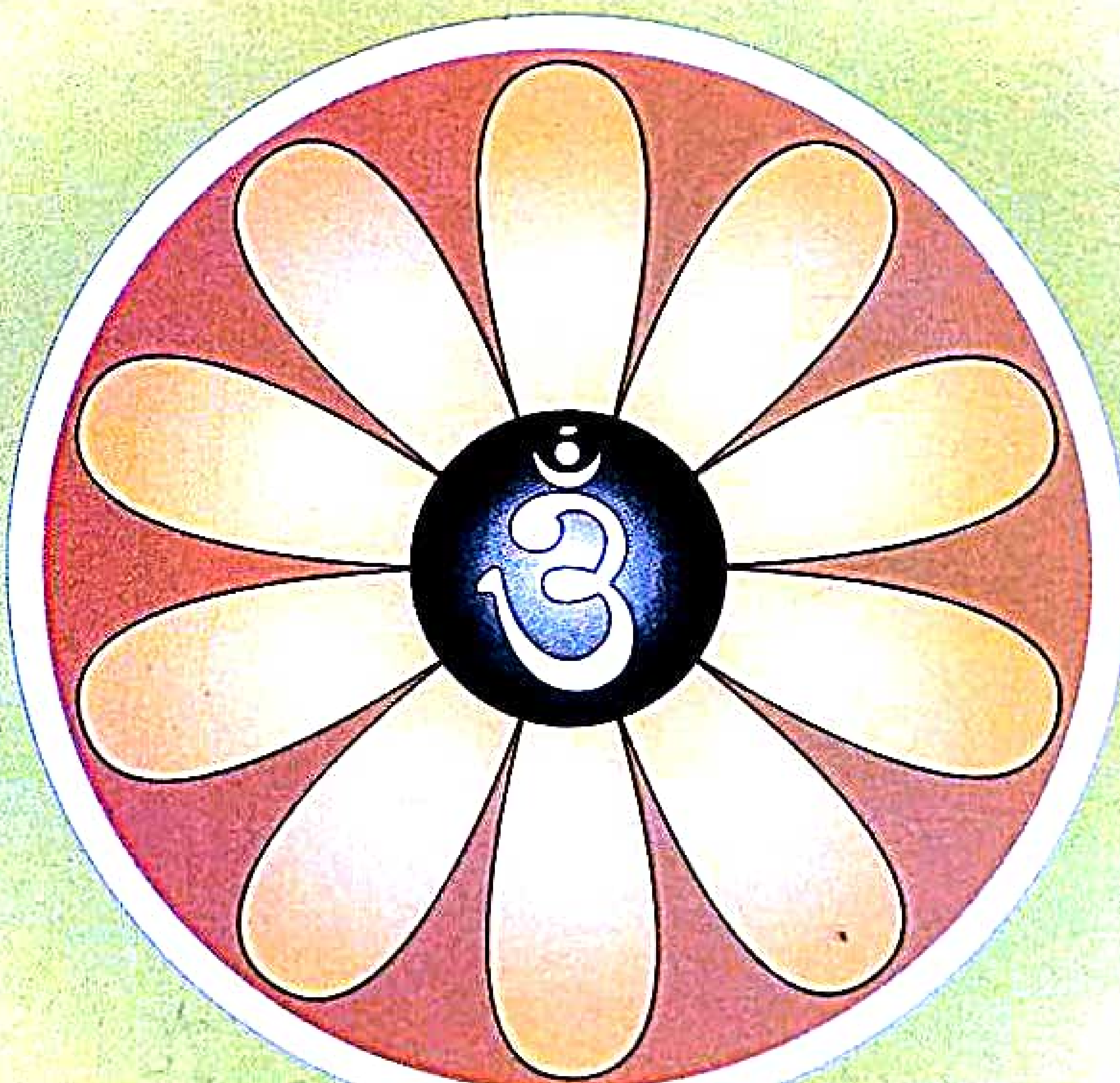
অখণ্ড বিধিমতে

দশবিধ সংস্কার



অযাচক আশ্রম

হরিওঁ

অখণ্ড বিধিমতে দশবিধ-সংস্কার

এবং

বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন - প্রস্তাবনা

প্রকাশনায়

অযাচক আশ্রম

রহিমপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

যোগাযোগ

অযাচক আশ্রম
রহিমপুর, মুরাদনগর,
কুমিল্লা - ৩৫৪০
ফোন নং- ০৮০২৬-৫৬১৮০
মোবাইল - ০১৮৯-৮০০৫১১

অযাচক আশ্রম
পুরান আদালত পাড়া,
চাঁদপুর-৩৬০০
ফোন নং- ০৮৪১-৬৫৮০৬

ধর্মার্থ শুল্ক ঃ ট. ১৫/- (পনের টাকা মাত্র)

মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ১,০০০ (এক হাজার)

[২০০৫]

–ঃ পুস্তক সমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ–

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ–

অযাচক আশ্রম, রহিমপুর, ডাক- মুরাদনগর, জেলা- কুমিল্লা-৩৫৪০।
ফোন ঃ ০৮০২৬-৮০০৩, ০৮০২৬-৫৬১৮০, ০১৮৯-৮০০৫১১

জন্মস্থান কার্যালয় ঃ–

* **অযাচক আশ্রম,** পুরাতন আদালতপাড়া, ডাক ও জেলা- চাঁদপুর পোষ্ট কোড-৩৬০০। ফোন ঃ ০৮৪১-৬৫৮০৬
* **জমিদার হাট অখণ্ডমণ্ডলী,** "অখণ্ড মন্দির", ডাক- জমিদার হাট, জেলা- নোয়াখালী।
* **মুজাফ্ফরাবাদ অখণ্ডমণ্ডলী,** "অখণ্ড মন্দির", ডাক- মুজাফ্ফরাবাদ, থানা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম।
* **শ্রী অশোক চন্দ্র পাল,** এস. পি. মোটরস্, চেওরিয়া মার্কেট, কলেজ রোড, ফেণী।
* **কক্সবাজার অখণ্ডমণ্ডলী,** শ্রী অরুণ চন্দ্র পালিত, চেম্বার- জেলা ও দায়রা জজ আদালত, কক্সবাজার।
* **ছায়াগ্রাম গ্লাস হাউস,** (জোরারগঞ্জ ফার্মেসীর উত্তর পাশের গলি) ডাক- জোরারগঞ্জ বাজার, মিরসরাই, জেলা- চট্টগ্রাম।
* **ঢাকা মহানগর অখণ্ডমণ্ডলী,** রামসীতার মন্দির, ১৯, জয়কালী মন্দির রোড, ঢাকা-১০০০। (প্রতি শুক্রবার ৮.৩০ মিঃ হতে ১০.৩০ মিঃ)
* **শ্রী হরিদাস ভৌমিক,** স্বরূপ শিল্পালয়, ১৫, পুরাতন গীর্জা, চট্টগ্রাম।
* **শ্রী সুবল চন্দ্র নাথ,** "স্বরূপ", নূপুর মার্কেট, ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম।
* **শ্রী দেবাশিষ দাস পুরকায়স্ত,** সুপানী ঘাট, ৭৪, মৌবন, জেলা- সিলেট।

ডাকযোগে পুস্তক নিতে হইলে অগ্রিম মূল্যসহ অযাচক আশ্রম (রহিমপুর) এর ঠিকানায় পত্র দিবেন।

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ বাংলাদেশ অখণ্ড সংগঠন।

অখণ্ড বিধিমতে দশবিধ-সংস্কার

প্রকাশনায়
অযাচক আশ্রম

গ্রন্থস্বত্ব
অযাচক আশ্রম, বাংলাদেশ।

প্রকাশকাল
আগমনী উৎসব, মাঘ, ১৪১১ বাংলা
জানুয়ারী ২০০৫ ইং

প্রকাশক
শ্রী সুব্রত সাহা
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
অযাচক আশ্রম
রহিমপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
শ্রী সুব্রত সাহা

গ্রাফিক্স
এইচ এম আলমগীর, মডার্ন কম্পিউটার, চট্টগ্রাম।

বর্ণবিন্যাস
ডাঃ শ্রী যুগল ব্রহ্মচারী

মুদ্রণে
রূপালী প্রেস, চন্দনপুরা চট্টগ্রাম

সূচী পত্র

অখণ্ড বিধিমতে দশবিধ-সংস্কার

এবং

বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন - প্রস্তাবনা

উপক্রমণিকা

ধর্ম্ম সনাতনী সমাজের মূল ভিত্তি। জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ধর্ম্মকে অবলম্বন করে চলার প্রয়াস পেয়েছে সনাতনী সমাজ। সাধারণভাবে দৈনন্দিন জীবনে যিনি ধর্ম্ম-কর্ম্মে উদাসীন সনাতনী সমাজের এমন ব্যক্তিও পরিবারের বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যসমূহ ধর্ম্মীয় বিধিবিধানের মাধ্যমে উদ্‌যাপণে ব্রতী হয়ে থাকেন। শ্রীশ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলেছিলেন,

" যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম ॥" ৯/২৭

[হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎ সমস্তই আমাকে অর্পণ করিও।]

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে,

" কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বাহনুসৃতস্বভাবাৎ
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥"

- ১১/২/৩৬

[দেহ, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি আত্মা দ্বারা বা স্বভাববশে যে কর্ম্মই কর, তৎ সমস্তই পরাৎপর নারায়ণে সমর্পণ করিবে।] অর্থাৎ আমাদের শাস্ত্রের শিক্ষা এই, কেবল পূজার্চ্চনা, তপস্যাদি ঈশ্বরীয় কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করলে চলবে না, আহার-বিহার সহ যাবতীয় লৌকিক কার্য্যাদিও ঈশ্বরাপর্ণ বুদ্ধিতে সম্পন্ন করতে হবে। শাস্ত্রের এই শিক্ষা

দীর্ঘদিন সনাতনী সমাজ অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করেছে এবং এরই প্রতিফলন আমরা দেখি বিবাহ-অন্নপ্রাশনাদি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন যাগ-যজ্ঞাদির আয়োজনে। পরবর্তীকালে এ সকল অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য দশবিধ সংস্কারবিধি [গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নামাকরণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন, বিবাহ] প্রবর্তিত হয়। এর মধ্যে গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন - গর্ভসংস্কার; জাতকর্ম্ম, নামাকরণ ও অন্নপ্রাশন - শৈশবসংস্কার; চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্তন - কৈশোরসংস্কার এবং বিবাহ- যৌবনসংস্কার হিসাবে পরিচিত। যদিও অঞ্চল-ভেদে ও কাল-ভেদে এসকল অনুষ্ঠানের প্রকরণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল এবং যদিও সমাজের সকল অংশে সকল বিধি অনুসৃত হয় নাই তবুও ঈশ্বরীয় কর্ম্মাদি অর্থাৎ বিভিন্ন যাগ-যজ্ঞ সহকৃত এ সকল অনুষ্ঠানবিধি সনাতনী সমাজে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও আনন্দ সহকারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কালের প্রভাবে এ সকল অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানীয় প্রথা যুক্ত হতে লাগল। যে কোনও অনুষ্ঠানের মুখ্য বিষয় প্রাণের প্রশান্তি। আর অনুষ্ঠানের সাত্ত্বিকতাই প্রশান্তির মূল। প্রচলিত বিভিন্ন প্রথার চাপে পরে ধীরে ধীরে সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে সাত্ত্বিকতার প্রভাব কমতে লাগল আর বাড়তে লাগল অংশতঃ রাজসিকতা এবং মুখ্যতঃ তামসিকতার প্রভাব। আজ সনাতনী সমাজের সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে সাত্ত্বিকতা প্রায় বিদূরিত। একারণে অনুষ্ঠানসর্ব্বস্ব আচারাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সামাজিক ক্রিয়া-কাণ্ডে অনেকেই আজ প্রাণে শান্তি লাভ করেন না। আর একারণেই ভক্ত সজ্জনগণ অন্তরে অন্তরে এ সকল অনুষ্ঠানের সাত্ত্বিকী পরিবর্তন প্রত্যাশা করে আসছিলেন দীর্ঘ দিন ধরে। কিন্তু হাজার বছর ধরে যে সংস্কার অনুশীলিত হয়ে আসছে, তা' হতে বেড়িয়ে আসা বড় সহজ কথা নয়। সুদীর্ঘকাল ধরে অন্তরে অন্তরে অনুভূত হলেও যে শক্তি থাকলে পরে

দীর্ঘকাল অনুসৃত কোন প্রভাবকে জয় করা যায় সে শক্তির সন্ধান লাভের অভাবে এ সকল প্রথার পরিবর্তন করা যায় নি।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণি সে শক্তির সন্ধান দিলেন। তিনি সুস্পষ্ট দর্শন করেছিলেন যে, খণ্ড বিখণ্ড মানব জাতিকে একটি মিলন-মঞ্চে একত্রিত করার প্রতিশ্রুতি ও সামর্থ্য নিয়ে যে সমবেত উপাসনার আবির্ভাব, সে পুণ্য যজ্ঞকে কেন্দ্র করেই একদা সকল সামাজিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হবে। ভক্তগণ অর্দ্ধশতাধিক বৎসর ধরে সমবেত উপাসনাকে কেন্দ্র করে সকল প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে প্রাণে গভীর প্রশান্তি লাভ করে আসছেন। সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর সজ্জনগণ এসকল অনুষ্ঠানের সাত্ত্বিকতা, শাস্ত্রের মৌলিক তত্ত্বের উপস্থিতি ও যুগোপযোগিতা দর্শনে ইতিমধ্যে এ সকল অনুষ্ঠানকে প্রাণের সমর্থন প্রদান করেছেন।

অখণ্ড বিধিমতে অনুষ্ঠানের বিশেষ বৈশিষ্ট হচ্ছে -

* অনুষ্ঠানের সাত্ত্বিকতা।
* বাহুল্য বর্জ্জিত সরল ও সহজ প্রকরণ।
* সামাজিক সন্নীতির অবিরোধে আনন্দ ও প্রীতিজনক প্রথার স্বীকৃতি।

অখণ্ড বিধিমতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য একটা সাধারণ প্রকরণ এর প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন হতে অনুভূত হচ্ছিল। এবিষয়ে বিভিন্ন চিন্তাশীল অখণ্ডগণের প্রস্তাব ও মত সমন্বয়ের আলোকে 'অখণ্ড বিধিমতে দশবিধ-সংস্কার এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন' পুস্তকাকারে প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হল।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণি বহুদিন পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা একদা সমবেত উপাসনার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গভাবে সুসম্পন্ন হবে। এ ভবিষ্যৎ বাণীই অখণ্ড-বিধিমতে সকল অনুষ্ঠানের প্রকরণের মূল। সাধারণভাবে যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সমবেত উপাসনা অনুষ্ঠিত হলেই

সে সামাজিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হ'ল বলে বিবেচিত হবে।

বর্তমানে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, চূড়াকরণ আদি অনুষ্ঠানের তেমন প্রচলন নাই। তবুও এসকল উপলক্ষ্য সহ সাধভক্ষণ, নামাকরণ, সূর্য্যদর্শন, অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ, বাণিজ্যারম্ভ, জলাশয়ারম্ভ, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, মন্দির প্রতিষ্ঠা, গাত্র-হরিদ্রা, শুভ-বিবাহ, দ্বিরাগমন, শ্রাদ্ধ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন আদি অনুষ্ঠান অখণ্ড-বিধিমতে আয়োজনে কোন সজ্জন আগ্রহী হলে এ উপলক্ষ্যে সমবেত উপাসনা অনুষ্ঠিত হলেই সাধারণভাবে তা' সুসম্পন্ন হ'ল বলে বিবেচিত হবে। অবশ্য **সকল সদনুষ্ঠানে ভক্ত সেবা, দানকর্ম্ম প্রশস্য**। এতদ্ব্যতীত অনুষ্ঠানের সাত্ত্বিকতা, ভাব গাম্ভীর্য্য ও সার্ব্বিক সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধির জন্য সামাজিক সন্নীতির অবিরোধে ভক্তিভাবের অনুকূল কিছু কিছু আনুষ্ঠানিক প্রকরণ অনুসরণ করা যেতে পারে। প্রচলিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের প্রকরণ এসঙ্গে প্রস্তাবিত হ'ল। কালে কালে এ পুস্তিকায় প্রস্তাবিত প্রকরণের যুগোপযোগী পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক তবুও প্রত্যাশা এই, অখণ্ড ভক্তগণের দীর্ঘদিনের প্রাণের চাহিদা পূরণে এই পুস্তিকা একটি অগ্রবর্ত্তী পদক্ষেপ হয়ে থাকবে।

শ্রীগুরু করুণাময়। নিবেদনমেতি শুভ উত্তরায়ণ সংক্রান্তি -

১৪১১ বঙ্গাব্দ।

নিবেদক -

অযাচক আশ্রম
গ্রাম ঃ রহিমপুর
ডাক ঃ মুরাদনগর
জেলা ঃ কুমিল্লা

অযাচক আশ্রম
ও
বাংলাদেশ অখণ্ড সংগঠনের পক্ষে
শ্রী যুগল ব্রহ্মচারী

অখণ্ড বিধিমতে দশবিধ-সংস্কার
এবং
বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন - প্রস্তাবনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

নৈবেদ্য রচনা ঃ অখণ্ড বিধিমতে সকল অনুষ্ঠানে নৈবেদ্য-রচনায় নিরত কর্ম্মীদের হাত সাবানধৌত সুপরিস্কৃত, নখ কর্ত্তিত, শরীর সুস্নাত ও সুপরিস্কৃত বস্ত্রপরিহিত হওয়া চাই। ভোগ নৈবেদ্যর কাজে নিরত থাকা-কালে তাঁদেরকে মৌনাবলম্বী হতে হবে এবং এ সময়ে যে কোনও প্রকার আহারীয় ও পানীয় গ্রহণ হতে বিরত থাকতে হবে।

পক্বান্ন-ভোগঃ সমবেত উপাসনায় কদাচ পক্বান্ন ভোগ চড়ানো যাবে না। পক্বান্ন প্রসাদ আয়োজনের আকাঙ্ক্ষা থাকলে শুচি-শুদ্ধভাবে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করে আলাদা কক্ষে সংরক্ষণ করে উপাসনান্তে উপাসনার নৈবেদ্য হতে খৈ-নাড়ু জয়ধ্বনি সহ তা'তে ছড়িয়ে দিলে সে পক্বান্ন প্রসাদরূপে সকলের গ্রহণীয় হবে। উল্লেখ্য পক্বান্ন প্রসাদীকরণে **উপাসনার নৈবেদ্যের খৈ-নাড়ু ব্যবহৃত হবে নির্ম্মাল্য নয়।** আয়োজিত পক্বান্ন-প্রসাদ গ্রহণে কেহ অনিচ্ছুক বা অনাগ্রহী হলে তাঁকে জোড় করে বা কৌশল করে পক্বান্ন গ্রহণে বাধ্য করা অনুচিত।

অনুষ্ঠান প্রকরণ

অখণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা ঃ

প্রাতে সমবেত উপাসনা এ অনুষ্ঠানের মুখ্য অনুষ্ঠান। সমবেত উপাসনার জন্য বাংলাদেশ সময় সকাল ৮॥.টা পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির অত্যন্ত প্রিয় সময়। অখণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সমবেত উপাসনার জন্য এ সময়টি প্রশস্য। নির্দ্ধারিত সময়ের অন্ততঃ এক ঘন্টা পূর্ব্বে নব- নির্ম্মিত মন্দির ও উপাসনার স্থান, ধৌত ও

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

সুপরিস্কৃত করতে হবে। পুষ্প-বিল্বপত্র সহ উপাসনার উপচার এ সময় মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে। মন্দির চূড়ান্তভাবে শুদ্ধিকরণের জন্য 'হরিওঁ' মন্ত্র উচ্চারণ করে নদী, পুকুর, কূপ, নলকূপ বা অন্য যে কোন উৎসের পরিষ্কার জল মন্দিরাভ্যন্তর এবং মন্দিরের চারিপার্শ্বে ছিটানো প্রশস্য। এ কাজে যে কোন পবিত্র স্থানের জল (যথা কোন আশ্রম-মন্দিরের পুকুর, নদী বা কোন তীর্থস্থানের জল) ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু তা' বাধ্যকর নয়। 'হরিওঁ' মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে নদী, পুকুর, কূপ, নলকূপ বা অন্য যে কোন উৎসের পরিষ্কার জল শুদ্ধিকরণের জন্য পবিত্র-বারি হিসাবে সর্ব্বদা গণ্য হবে।

মন্দিরের ঠিক বাইরে দু'টি পৃথক আসনের একটিতে ওঙ্কার বিগ্রহ এবং অপরটিতে পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির পুণ্য প্রতিচিত্র বসানো হবে। এরপর নূতন বিগ্রহ স্নান-প্রক্রিয়া। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এ প্রক্রিয়া বাধ্যকর নয় তবে অনুষ্ঠানের সাত্ত্বিকতা বৃদ্ধি করে বলে উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে ইহা গভীর ভক্তিভাব সৃষ্টি করে, এ জন্যে সম্ভব ক্ষেত্রে বিগ্রহের স্নান প্রক্রিয়া প্রশস্য। একটি নূতন সুধৌত থালায় বা বেত নির্ম্মিত আধার যথা কূলায় কয়েক গুচ্ছ দূর্ব্বা, তুলসী, জল, একটি নূতন গামছা বা তোয়ালি রাখা থাকবে। স্নান কাজে সাধারণ জল ছারাও আতপ দুধ, ডাবের জল, অগুরু ইত্যাদি প্রশস্য, তবে বাধ্যকর নয়। এ সকল স্নান সামগ্রী পৃথক পৃথক নূতন ছোট গ্লাস বা উপযুক্ত আধারে রাখা থাকবে। ধূপ-দীপ প্রজ্জ্বলনান্তে এর পর প্রথমে সমবেত প্রেমধ্বনি। তারপরে ব্রহ্ম গায়ত্রী মন্ত্র গান করতে করতে বিগ্রহ স্নান সম্পন্ন হবে। স্নানের জন্য যেখানে সাধারণ জল ছারাও আতপ দুধ, ডাবের জল, অগুরু, কোন পবিত্র স্থানের জল ব্যবহৃত হবে সেখানে এক একটি তরলের জন্য পৃথক পৃথক দুর্ব্বা-গুচ্ছ ব্যবহার সুন্দর। স্নান কার্য্য সমাপণান্তে ধূপ-দীপ সহকারে হরিওঁ কীর্ত্তন সহ প্রথমে মন্দির অভ্যন্তরে পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির প্রবেশ এবং কীর্ত্তন সহকারে তিনবার বা সাতবার মন্দির অভ্যন্তরে (ঘড়ির কাঁটার গতিপথ অনুসারে) প্রদক্ষিণ। এরপর মন্দির অভ্যন্তরে একটি আসনে পরমপূজ্যপাদ

শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতিচিত্র স্থাপন (সমবেত প্রেমধ্বনি)। এরপর সমবেত ব্রহ্ম-গায়ত্রী মন্ত্র গান করতে করতে (তিনবার বা সাতবার) নির্দ্ধারিত বেদীতে শ্রীবিগ্রহ স্থাপন (সমবেত প্রেমধ্বনি)। এরপরে হরিওঁ কীর্ত্তন সহযোগে পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির গর্ভ মন্দির হতে নিষ্ক্রমণ। এরপরে মন্দিরের বারান্দায় নির্দ্ধারিত স্থানে পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির পুণ্য প্রতিচিত্র স্থাপন (সমবেত প্রেমধ্বনি)। গর্ভ মন্দিরে অধিক লোক সমাগম প্রশস্য নয়, একারণে উল্লেখিত সমুদয় কার্য্য সমাধা কালে মাত্র তিনজন হতে সর্ব্বাধিক পাঁচজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ভক্ত মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করবেন, খালি কণ্ঠে আবশ্যকীয় কীর্ত্তন বা মন্ত্র গান হবে। কীর্ত্তন কালীন সময়ে খোল-হারমনিয়ম-করতাল আদি যন্ত্র গর্ভ মন্দিরের বাহিরে সুর লয় রক্ষা করতে পারে। যেখানে একই মন্দিরে উপাসক-উপাসিকাগণের বসার স্থান সেখানে উপাসক-উপাসিকাগণের সম্মুখে ডান দিকে পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির পুণ্য প্রতিচিত্র একটি সুন্দর আসনে অনুষ্ঠানকালীন সময়ের জন্য স্থাপন করা হবে। শ্রীবিগ্রহ ও পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির পুণ্য প্রতিচিত্র উপযুক্তভাবে পুষ্প-বিল্বপত্রে সাজানো এবং অন্য আনুষঙ্গিক কর্ম্ম সমাপনান্তে সমবেত উপাসনা শুভারম্ভ। সমবেত উপাসনান্তে হরিওঁ কীর্ত্তন সহযোগে মন্দির প্রদক্ষিণ, হরিওঁ কীর্ত্তন, নামজপ আদি অনুষ্ঠান প্রশস্য।

গৃহ প্রবেশ ঃ

সমবেত উপাসনার আয়োজনের মধ্য দিয়েই গৃহ প্রবেশ সুসম্পন্ন হয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অখণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠার আদলে আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করা যেতে পারে। সমবেত উপাসনার জন্য বাংলাদেশ সময় সকাল ৮॥.টা পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির অত্যন্ত প্রিয় সময়। গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে সমবেত উপাসনার জন্য এ সময়টি প্রশস্য।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাঃ

অখণ্ড বিগ্রহ স্বয়ম্প্রতিষ্ঠ। নির্দিষ্ট আসনে ওঙ্কার বিগ্রহ স্থাপন করে সমবেত উপাসনা করলে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন হয় । তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অখণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা বিধিতে উল্লেখিত বিগ্রহ-স্নান প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য সমবেত উপাসনার জন্য বাংলাদেশ সময় সকাল ৮॥.টা পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির অত্যন্ত প্রিয় সময়। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সমবেত উপাসনার জন্য এ সময়টি প্রশস্য।

অন্নপ্রাশন ঃ

সমবেত উপাসনান্তে পায়েসান্নে প্রেমধ্বনি সহকারে উপাসনার প্রসাদ(উপাসনাকালে ভোগে নিবেদিত খৈয়ের মোয়া, নারিকেলের নাড়ু ইত্যাদি) মিশানো হবে। উল্লেখ্য এ জন্য নূতন পাত্র (থালা-বাটী-গ্লাস-চামচ) ব্যবহৃত হওয়া প্রশস্য। উপস্থিত উপাসক-উপাসিকাগণের মধ্যে সম্মাননীয় একজন উপাসনার নির্ম্মাল্য শিশুটিকে শিরে দিয়ে বরণ করবেন। এ সময়ে সমবেত প্রেমধ্বনি-শঙ্খধ্বনি-উলুধ্বনি হওয়া উত্তম। এরপর ব্রহ্ম-গায়ত্রী মন্ত্র সমবেত কণ্ঠে গাওয়া অবস্থায় শিশুটির মুখে প্রসাদী পায়েসান্ন তুলে দেয়া হবে। উল্লেখ্য প্রসাদ প্রদানের পূর্ব্বে শিশুটির মুখ আচমন করান এবং প্রতিবার প্রসাদ মুখে দিবার পর চামচ ভাল করে ধুয়ে পুনর্বার প্রসাদ প্রদান করা হবে। এভাবে একাধিক সজ্জন শিশুটির মুখে প্রসাদ দিতে পারেন। সমবেত উপাসনার জন্য বাংলাদেশ সময় সকাল ৮॥.টা পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির অত্যন্ত প্রিয় সময়। অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সমবেত উপাসনার জন্য এ সময়টি প্রশস্য।

বিদ্যারম্ভ ঃ

এতদুপলক্ষে আয়োজিত সমবেত উপাসনায় উপস্থিত উপাসক-উপাসিকাগণের মধ্যে সম্মাননীয় একজন বিদ্যারম্ভকারীর শিরে

উপাসনার নির্ম্মাল্য দিয়ে বরণ করবেন। এ সময়ে সমবেত প্রমধ্বনি-উলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনি হওয়া প্রশস্য। এরপর পূর্ব্বে সংগৃহীত শ্লেট-পেন্সিল অথবা খাতা-পেন্সিল/কলম দিয়ে উল্লেখিত উপাসক/উপাসিকা শিশুটির হাত ধরে বর্ণমালা লিখিয়ে দিবেন - এসময়ে সমবেত কণ্ঠে ব্রহ্ম গায়ত্রী মন্ত্র গান করা হবে। 'ওঁ শ্রী গুরবে নমঃ', অথবা 'হরিওঁ' মন্ত্র লিখে তৎপরে বর্ণমালা লিখন আরম্ভ হবে। সমবেত উপাসনার জন্য বাংলাদেশ সময় সকাল ৮॥.টা পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির অত্যন্ত প্রিয় সময়। বিদ্যারম্ভ উপলক্ষে সমবেত উপাসনার জন্য এ সময়টি প্রশস্য।

নামাকরণ ঃ

এতদুপলক্ষে আয়োজিত সমবেত উপাসনার পর উপস্থিত একজন শ্রদ্ধেয় উপাসক/উপাসিকা একটি পবিত্র পত্রে অথবা সুন্দর কাগজে 'ওঁ শ্রী গুরবে নমঃ', অথবা 'হরিওঁ' মন্ত্রটী লিখে তার নীচে আয়ুষ্মান/ আয়ুষ্মতি উল্লেখে তিনটী নাম লিখে শ্রী বিগ্রহ স্পর্শ করিয়ে শিশুর অভিভাবককে অর্পণ করবেন। এর মধ্য হতে অভিভাবকগণ এক বা একাধিক নাম বেছে নিবেন।

বাণিজ্যারম্ভ ঃ

এতদুপলক্ষে আয়োজিত সমবেত উপাসনার পর একজন শ্রদ্ধেয় উপাসক/উপাসিকা বাণিজ্যের হিসাব রক্ষার খাতায় উপাসনার নির্ম্মাল্য স্পর্শ করিয়ে উদ্যোক্তাকে অর্পণ করবেন। খাতায় প্রথমে 'ওঁ শ্রী গুরবে নমঃ', অথবা 'হরিওঁ' মন্ত্র লিখে তারিখ এবং হিসাব লিখন কার্য্যারম্ভ হবে। সমবেত উপাসনার জন্য বাংলাদেশ সময় সকাল ৮॥.টা পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির অত্যন্ত প্রিয় সময়। বাণিজ্যারম্ভ উপলক্ষে সমবেত উপাসনার জন্য এ সময়টি প্রশস্য।

জলাশয়/গৃহ নির্ম্মানারম্ভ ঃ

এতদুপলক্ষে আয়োজিত সমবেত উপাসনান্তে একজন শ্রদ্ধেয় উপাসক/উপাসিকা উপাসনার নির্ম্মাল্য সংগ্রহ করে গৃহ নির্ম্মান বা জলাশয় খননের স্থানে পূর্ব্বে সুপরিস্কৃত ভূমিতে ধূপ-দীপ স্থাপনান্তে

সমবেত প্রেমধ্বনির মধ্যে নির্ম্মাল্য অর্পণ করবেন। এরপর নির্ম্মান বা খনন কার্য্যারম্ভ হবে। সমবেত উপাসনার জন্য বাংলাদেশ সময় সকাল ৮॥.টা পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির অত্যন্ত প্রিয় সময়। নির্ম্মান বা খনন কার্য্যারম্ভ উপলক্ষে সমবেত উপাসনার জন্য এ সময়টি প্রশস্য।

জলাশয় প্রতিষ্ঠা /শুদ্ধিকরণ ঃ

এ উপলক্ষ্যে সমবেত উপাসনা অনুষ্ঠানের পর একজন শ্রদ্ধেয় উপাসক/উপাসিকা উপাসনার নির্ম্মাল্য সংগ্রহ করে ধূপ-দীপ সহযোগে হরিওঁ কীর্ত্তন সহকারে নির্দ্দিষ্ট জলাশয়ে গিয়ে সমবেত প্রেমধ্বনির মাধ্যমে নির্ম্মাল্য পুকুরের জলে অর্পণ করবেন। এর মাধ্যমেই জলাশয় প্রতিষ্ঠার কার্য্য অথবা জলাশয়ের জল শুদ্ধিকরণ সম্পন্ন হবে। সমবেত উপাসনার জন্য বাংলাদেশ সময় সকাল ৮॥.টা পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির অত্যন্ত প্রিয় সময়। জলাশয় প্রতিষ্ঠা/শুদ্ধিকরণ উপলক্ষে সমবেত উপাসনার জন্য এ সময়টি প্রশস্য।

স্বাধভক্ষণ ঃ

এ উপলক্ষ্যে সমবেত উপাসনা অনুষ্ঠানের পর প্রেমধ্বনি সহকারে উপাসনার প্রসাদ পায়েসান্নে মিশানো হবে। এরপর একজন গুরুস্থানীয় উপাসিকা, উপাসনার নির্ম্মাল্য পোয়াতির শিরে স্পর্শ করিয়ে আশীর্ব্বাদ করবেন। এরপর পোয়াতী প্রসাদী পায়েসান্ন গ্রহণ করবেন। দিবসের প্রথম ভাগে এ কার্য্য সমাধার জন্য প্রশস্য।

সূর্য্য দর্শন ও জাতকাশৌচ উদ্‌যাপন ঃ

অখণ্ড বিধিমতে জাতকাশৌচ-বিধি প্রসূতি এবং নবজাতকের বেলাই প্রযোজ্য। পরিবারের অন্য কাহারও অশৌচ নাই। অপর সকলে যথারীতি বিগ্রহ-সেবা, উপাসনার ভোগ-নৈবেদ্য প্রস্তুত, উপাসনায় অংশগ্রহণ, উপাসনার নির্ম্মাল্য প্রদান আদি দেবকার্য্যাদিতে অংশ নিতে পারবেন। প্রসূতি ও নবজাতকের অশৌচকাল প্রসব-দিবস হতে আরম্ভ করে ২১(একুশ দিন) দিন মাত্র স্থায়ী হবে। পরদিন অর্থাৎ ২২তম দিবস প্রাতে গৃহাদি ও বস্ত্রের উপযুক্তভাবে ধৌতকরণ এবং প্রসূতি ও নবজাতকের স্নানের মধ্য দিয়ে অশৌচ সমাপণ হবে। এরপর কোন

পবিত্র-বারি প্রসূতি ও নবজাতক এর শিরে ছিটানো শুচিতা বোধের সহায়ক বলে প্রশস্য, কিন্তু ইহা বাধ্যকর নয়। এরপরে সমবেত উপাসনা আয়োজিত হবে। উপাসনায় প্রসূতি নবজাতক সহ যোগদান করবেন, ফুল-বিল্বপত্র হাতে ধারণ করবেন এবং উপসনান্তে অঞ্জলি প্রদান করবেন। এরপর উপস্থিত উপাসক/উপাসিকাগণের মধ্যে এক বা একাধিক শ্রদ্ধেয় উপাসক/উপাসিকা নবজাতকের শিরে উপাসনার নির্ম্মাল্য স্পর্শ করাবেন। এসময়ে সমবেত প্রেমধ্বনি-উলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনি আনন্দবর্দ্ধক। সমবেত উপাসনার জন্য বাংলাদেশ সময় সকাল ৮॥.টা পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির অত্যন্ত প্রিয় সময়। সূর্য্যদর্শন অনুষ্ঠানের সমবেত উপাসনার জন্য এ সময়টি প্রশস্য।

উল্লেখ্য গর্ভপাতের ক্ষেত্রে একমাত্র গর্ভবতীরই ২১ দিবস অশৌচ থাকবে।২২তম দিবসে স্নানাদিতে শুচি-শুদ্ধ হওয়া মাত্র অশৌচ সমাপ্ত হবে এবং তিনি সকল কাজে অংশ নিতে পারবেন।

উপনয়ন ঃ

যে সকল পরিবারে উপনয়ন প্রথার প্রচলন আছে সে সকল পরিবারের আভিভাবকগণ আগ্রহী হলে পরিবারের সন্তানগণের জন্য উপনয়নের আয়োজন করতে পারেন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণি বলেছেন যে উপনয়ন ব্রাহ্মণ্য তপস্যার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে। সমবেত উপাসনার পর কোন শ্রদ্ধেয় উপাসক/উপাসিকা ব্রতীর স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত পরাইয়া দিবেন। এ সময়ে ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র গীত হবে। এরপর পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী সদাচার-বিরোধী নয় এমন আচার-অনুষ্ঠান অনুসৃত হতে পারবে তবে ভিন্ন কোন যাগযজ্ঞাদি আয়োজন করা অবিধেয়।

উল্লেখ্য যে পরিবারে উপবীত গ্রহণোপলক্ষে মস্তকমুণ্ডন এবং ত্রি-দিবস নির্জ্জনবাসের নিয়ম আছে এবং অভিভাবকগণ সে নিয়ম অনুসরনে আগ্রহী, সে ক্ষেত্রে প্রথম দিবস ভোরে প্রেম-ধ্বনি, উলুধ্বনি, শঙ্খ- ধ্বনির পর কিয়ৎকাল হরিওঁ কীর্ত্তন, নীরব নাম জপ, অখণ্ড

সংহিতা পাঠ প্রশস্য। সকালে উপনয়নব্রতী মস্তক মুণ্ডন করে সমবেত উপাসনায় যোগদান করবে। উপসনান্তে উপবীত ধারণের পর ত্রি-দিবস নির্জ্জন কক্ষে বাস। ব্রতীকে এ সময়ে ধ্যান, জপ, স্বাধ্যায়ে সাধ্যমত নিরত থাকতে হবে এবং সাধনপরায়ণ অভিভাবকস্থানীয়গণ ব্রতীকে সাধন-ভজন বিষয়ে প্রেরণামূলক উপদেশ প্রদান করবেন। তৃতীয় দিবসে কক্ষ হতে নিষ্ক্রমণ এবং বিভিন্ন আশ্রম, দেবস্থলী দর্শন প্রশস্য।

কোনও এক সাধনশীল পরিবারে উপনয়নের বিশেষ নির্দ্দেশ হিসাবে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণি উপনয়ন উপলক্ষে আয়োজিত সমবেত উপাসনায় আচার্য্যের আসনের ঠিক পিছনে ব্রতীগণের আসন গ্রহণ, তিন বার এর পরিবর্তে দ্বাদশবার ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র গান, ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র গান কালে পিতা কর্তৃক ব্রতীর কণ্ঠে উপবীত পরানোর এবং উপাসনান্তে ত্রিবস নির্জ্জন কক্ষে বাস এর বিধান প্রদান করেছিলেন। আগ্রহীগণ উপযুক্তস্থলে এ নিয়ম অনুসরণ করতে পারেন।

* **বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ মেঘগর্জ্জন আদি নিতান্ত প্রাকৃতিক কারণে অখণ্ড বিধিমতে উপনয়ন অনুষ্ঠান স্থগিত বা পরিত্যক্ত হবে না।**

ঃ শুভ-বিবাহ ঃ

প্রাক-কথন

অখণ্ড-বিধিমতে শুভ-বিবাহে বর ও কনে এবং উভয়পক্ষের অভিভাবকগণের সম্মতি আবশ্যক।

বিবাহের পূর্ব্বদিন বর-কনে, কন্যা সম্প্রদানকারী এবং বিবাহ পরিচালকের সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

বিবাহের পূর্ব্বদিন বর পক্ষ ও কনে পক্ষ নিজেরা আগ্রহী হলে বিবাহের অধিবাস উপাসনার অনুষ্ঠান করতে পারেন। বিবাহ দিবসে বর পক্ষ ও কনে পক্ষের পরলোকপ্রস্থিত পূর্ব্বপুরুষগণের মঙ্গল কামনায়

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ (বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ) উপলক্ষ্যে প্রাতে সমবেত উপাসনার আয়োজন বাঞ্ছনীয়।

বিবাহ দিবসে বিবাহ কার্য্য সমাপনপূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বিবাহের পরিচালক, বর-কনে, সম্প্রদানকারীর সাত্ত্বিক আহার বাঞ্ছনীয়।

কনে পক্ষের একজন অভিভাবকস্থানীয় কনে সম্প্রদানের দায়িত্ব পালন করা প্রশস্য।

আবশ্যকীয় সামগ্রী ঃ ওঙ্কার বিগ্রহ, ফুল, বিল্বপত্র, তুলসীপাতা, দুর্ব্বাদল, আতপ চাউল, হরিতকী, শ্বেতচন্দন ঘষা, খৈ, নারিকেল, ধূপকাঠি, মোমবাতি, সিঁদুর, ধান, গুরুবরণ, ঘট, গামছা, মালা, শঙ্খ, মুকুট, আম্রপল্লব, অন্যূন চারটি কলাগাছ, উপাসনার নৈবেদ্য।

❖ বর ও কনে স্ব স্ব গৃহ হইতে উপাসনা মণ্ডপে আসার পূর্ব্বে নিজ নিজ পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণকে প্রণাম করে তাঁদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করবে।

সমবেত উপাসনার স্থানে বর আসার পূর্ব্বে কনেপক্ষের পক্ষে সম্প্রদানকারী অথবা কোন অভিভাবকস্থানীয় সজ্জন বরের হস্তে নূতন বস্ত্রাদি কোন সুদৃশ্য পাত্রে (নূতন থালা, বেত-পাত্র) দানস্বরূপ অর্পণ করবেন এবং বর করজোরে নত মস্তকে তা' গ্রহণ করবে।

এসময়ে ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র গীত হবে।

❖ সমবেত উপাসনার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসার পূর্ব্বক্ষণে কনেপক্ষীয় একজন প্রবীণ ব্যক্তি বর পক্ষীয় কর্ত্তা ব্যক্তির নিকট হতে অনুষ্ঠান শুরু করার অনুমতি গ্রহণ করবেন।

❖ নববস্ত্র পরিহিত বর ও কনে পুষ্প বিল্বপত্র, মালা পরিহিত অবস্থায় সামনের সারিতে মায়েদের পার্শ্বে কনে এবং পুরুষ উপাসকগণের পার্শ্বে বর বসবে।

অখণ্ড বিধিমতে শুভ-বিবাহ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বক্ষণে পরিচালকের প্রারম্ভিক ঘোষণা –

সমবেত সুধী মণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলী, সজ্জনবৃন্দ ঃ
অদ্য .... ১৪...... বাংলা .... ২০........ ইংরেজি, ... পক্ষের .... তিথির .... নক্ষত্রের শুভলগ্নে .... জেলার .... থানাধীন ....গ্রাম নিবাসী (বর্তমান ঠিকানা ঃ ....) .... এর পৌত্র এবং .... এর পুত্র .... গোত্রীয় শ্রী .... এর সহিত .... জেলার .... থানাধীন .... গ্রাম নিবাসী (বর্তমান ঠিকানা ....) .... পৌত্রী এবং শ্রী .... মহোদয়ের কন্যা .... গোত্রীয় কল্যাণীয়া .... এর শুভ বিবাহ পবিত্র অখণ্ড বিধিমতে যুগস্রষ্টা ঋষি অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রবর্তিত সমবেত উপাসনা এবং সমবেত উপাসনান্তর সত্যপাঠের মাধ্যমে, পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের পূর্ণ সম্মতি ও সুগভীর আগ্রহে অনুষ্ঠিত হবে। শ্রীশ্রীঅখণ্ডমণ্ডলেশ্বর প্রবর্ত্তিত সমবেত উপাসনার মাধ্যমে এই শুভ অনুষ্ঠানের সূচনা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে শুদ্ধদেহ ও শুদ্ধ মনে যে কেহ এই সমবেত উপাসনায় যোগদানে অধিকারী।

এই ক্ষণে এ সমবেত উপাসনায় যোগদানের জন্য উপস্থিত সকলকে বিনীত অনুরোধ জানাই। যাঁরা এই সমবেত উপাসনার স্তোত্রসমূহ এবং সুর জ্ঞাত আছেন– তাঁরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মৃদুকণ্ঠে আমাদের সঙ্গে কণ্ঠ সহযোগ করবেন। যাঁরা এই সমবেত উপাসনার স্তোত্র ও সুর জ্ঞাত নন, তাঁরা মনে মনে যাঁর যাঁর ইষ্টমন্ত্র নীরবে জপ করে আমাদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করবেন। যাঁরা এই সমবেত উপাসনার স্তোত্র ও সুর

জ্ঞাত নন আবার সদগুরুর কৃপারূপ দীক্ষা যোগে ইষ্টমন্ত্র লাভ করেননি, তাঁরা শ্রীভগবানের অনন্ত কোটি নামের যেটি ভাল লাগে, মনে মনে জপ করে আমাদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করবেন। মনের দ্বিধাগ্রস্থতা হেতু যাঁরা শ্রীভগবানের অসংখ্যা নামের মধ্যে একটি নাম নির্বাচনে অক্ষম তাঁরা এই সময়ে ইচ্ছা করলে **হরিওঁ, হরিওঁ, হরিওঁ, হরিওঁ** এই মন্ত্র মনে মনে জপ করতে পারেন।

এই সমবেত উপাসনায় আমরা পরমপ্রভুর রাতুল চরণে নিখিল বিশ্বের কুশল কামনার সঙ্গে সঙ্গে এই বিবাহ কার্য্যে ব্রতী বর-কনের সুখময়, অনাময়, আনন্দময়, শান্তিময়, সুদীর্ঘ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন কামনা করব। আপনাদের সকলকে আজকের সমবেত উপাসনায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। জয় গুরু।

এ সময়ে শুভ বিবাহের সমবেত উপাসনা অনুষ্ঠিত হবে।

সমবেত উপাসনা পর্ব

উপাসনার শেষে আচার্য্যের অঞ্জলি নিবেদনের পর প্রথমে বর এবং তার পরে কনে শ্রীবিগ্রহের পাদমূলে নিজেদের অঞ্জলি প্রদান করবে। এরপর অপর সকল উপাসক-উপাসিকাবৃন্দের অঞ্জলি অর্পিত হবে।

❖ **উপাসনার অঞ্জলি নিবেদন শেষ হবার পর বিবাহ পরিচালকের ঘোষণা ঃ–**

সমবেত উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ, উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলী, মা ও বোনেরা, আজকের শুভ বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রথম এবং প্রধান পর্ব সমবেত উপাসনা সুসম্পন্ন হল। এ উপাসনাকালে আমরা ভক্তি-বিহ্বল প্রাণে পরমপ্রভুর চরণে বিবাহ-কার্য্যে ব্রতী বর-কনের সুখময়, অনাময়, শান্তিময়, আনন্দময়, সুদীর্ঘ সুন্দর জীবন কামনা করেছি। পরবর্তী পর্ব সত্যপাঠ অনুষ্ঠান। এ'তে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাই এবং আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি।

❖ শ্রীশ্রীবাবামণির আসনখানা সরাইয়া পবিত্র ওঁকার বিগ্রহের সম্মুখে নারিকেল ও আম্রপল্লব শোভিত মঙ্গলঘট স্থাপন। তারপর বর-কনে

ভক্তিভরে শ্রীবিগ্রহ প্রণাম করে ওঁকার বিগ্রহের সম্মুখে ডান পাশে বর ও বাম পাশে কনে মুখোমুখি বসবেন এবং বর ও কনের মাঝামাঝি স্থানে মঙ্গল ঘটের পিছনে শ্রীশ্রীবিগ্রহের দিকে মুখ করে সম্প্রদানকারী বসবেন এবং ভক্তিভরে শ্রীবিগ্রহ প্রণাম করবেন।

[শঙ্খধ্বনি - উলুধ্বনি]

বিবাহ পরিচালকের নির্দেশ

বর-কনে ও সম্প্রদানকারী যার যার ইষ্টনাম স্মরণ করুন। দীক্ষিত না হয়ে থাকলে সম্মুখস্থ ওঁকার মহামন্ত্র ধ্যান করতে পারেন।

প্রাথমিক সত্যপাঠ পর্ব

সম্প্রদানকারী ঃ

আমি .... জেলার .... থানাধীন .... গ্রাম নিবাসী (বর্তমান ঠিকানা ঃ ....) .... এর পুত্র শ্রী ...., অদ্য .... ১৪........ বাংলা .... ২০.......... ইংরেজী .... বার, ...পক্ষের........................ তিথির .... নক্ষত্রের শুভলগ্নে অখণ্ড বিধিমতে পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে সদ্‌বুদ্ধিতে ও সজ্ঞানে পরম পবিত্র ওঁকার বিগ্রহের সম্মুখে এবং উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলী ও মাতৃমণ্ডলীর সম্মুখে আমার .... শ্রীমতি .... এর শুভ বিবাহ-কার্য্য সম্পাদনে ব্রতী হচ্ছি। ভুবনমঙ্গল পরমপ্রভু সর্ব্ব কল্যাণ সাধন করুন। (প্রণাম)।

❖ তারপর সম্প্রদান কর্ত্তা আসন ছেড়ে অদূরে অবস্থান করবেন।

[শঙ্খধ্বনি - উলুধ্বনি]

বর ঃ

আমি.. জেলার .... থানাধীন .... গ্রাম নিবাসী (বর্তমান ঠিকানা ....) .... গোত্রীয় .... এর পৌত্র এবং শ্রী .... এর পুত্র শ্রী .... অদ্য ....১৪.........বাংলা ....২০...... ইংরেজী .... বার .... পক্ষের, ... তিথির .... নক্ষত্রের শুভলগ্নে অখণ্ড বিধিমতে পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে সদ্‌বুদ্ধিতে ও সজ্ঞানে পরম পবিত্র ওঁকার বিগ্রহের সম্মুখে এবং সুধী সজ্জনমণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলীর উপস্থিতিতে অদ্য আমার বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন করতে ব্রতী হচ্ছি। মঙ্গলময় পরমপ্রভু সর্বকল্যাণ সাধন করুন। (প্রণাম)।

[শঙ্খধ্বনি - উলুধ্বনি]

কনে ঃ

আমি.. জেলার........................ থানাধীন .... গ্রাম নিবাসী (বর্তমান ঠিকানা ....) .... গোত্রীয় .... এর পৌত্র এবং শ্রী .... এর কন্যা কুমারী .... অদ্য .... ১৪........ বাংলা .... ২০......... ইংরেজী .... বার .... পক্ষের .... তিথির .... নক্ষত্রের শুভলগ্নে অখণ্ড বিধিমতে পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে সদ্‌বুদ্ধিতে ও সজ্ঞানে পরম পবিত্র ওঁকার বিগ্রহের সম্মুখে এবং সুধী সজ্জনমণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলীর উপস্থিতিতে আমার বিবাহ-কার্য্যে ব্রতী হচ্ছি। মঙ্গলময় পরমপ্রভু সর্বকল্যাণ সাধন করুন। (প্রণাম)। [শঙ্খধ্বনি - উলুধ্বনি]

❖ তারপর বর ও কনে একসঙ্গে বিগ্রহ প্রণাম করে নির্দিষ্টস্থানে উপবিষ্ট থাকবে।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

সম্প্রদান পর্ব

❖ বর ও কনে বিগ্রহের সামনে স্থাপিত মঙ্গলঘটের কাছাকাছি মুখোমুখি অবস্থায় বসবে এবং বর ও কনের মাঝামাঝি নির্দিষ্ট স্থানে সম্প্রদানকারী আসন গ্রহণ করবেন। তারপর মঙ্গলঘটের উপরে বরের ডান হাত এবং বরের হাতের উপর কনের ডান হাত স্থাপন করতঃ সম্প্রদানকারী কনের হাত স্পর্শ করা অবস্থায় সম্প্রদান বাক্য উচ্চারণ করবেন।

সম্প্রদানকারী ঃ

আমি .... জেলার .... থানাধীন .... গ্রাম নিবাসী শ্রী .... পিতা .... (বর্তমান ঠিকানা ঃ ....) অদ্য .... ১৪....... বাংলা .... ২০......... ইংরেজী .... বার .... পক্ষের .... তিথির .... নক্ষত্রের শুভ লগ্নে আমার .... কল্যাণীয়া .... কে .... জেলার .... থানাধীন .... গ্রাম নিবাসী .... এর পৌত্র এবং শ্রী .... এর পুত্র শ্রীমান .... এর হাতে পতি-পত্নী হিসাবে সংসার গড়ার শুভ লক্ষ্যে, পবিত্র অখণ্ড বিধিমতে পরব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রতীক ওঁকার বিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত সজ্জন ও মাতৃমণ্ডলীর উপস্থিতিতে সম্প্রদান করলাম। পরম প্রভু সর্ব্বকল্যাণ সাধন করুন।

❖ **এই সময়ে বারবার উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হবে এবং সম্প্রদানকর্তা শ্রীবিগ্রহ প্রণাম করে স্থান ত্যাগ করবেন।**

সত্যপাঠ পর্ব

বর ঃ

আমি .... জেলার .... থানাধীন .... গ্রাম নিবাসী (বর্তমান ঠিকানা ....) .... গোত্রীয় .... এর পৌত্র এবং শ্রী .... এর পুত্র শ্রী .... অদ্য .... ১৪....... বাংলা .... ২০........ ইংরেজী .... বার, ... পক্ষের .... তিথির .... নক্ষত্রের শুভলগ্নে পরম পবিত্র ওঁকার বিগ্রহের সম্মুখে এবং উপস্থিত সজ্জন ও মাতৃমণ্ডলীকে সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ঘোষণা করছি যে আমার সম্মুখস্থ .... জেলার .... থানাধীন .... গ্রাম নিবাসী ....এর পৌত্রী এবং শ্রী .... এর কন্যা শ্রীমতী .... কে আমার ধর্মপত্নী ও জীবন সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করলাম এবং ইহজীবনে একে অন্যের দোষক্রটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অঙ্গীকার করলাম। পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর সর্ব্বকল্যাণ সাধন করুন। **(উলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনি)**

কনে ঃ

আমি .... জেলার .... থানাধীন .... গ্রাম নিবাসী (বর্তমান ঠিকানা ঃ .... গোত্রীয় .... এর পৌত্রী এবং শ্রী .... এর কন্যা কুমারী .... অদ্য .... ১৪....... বাংলা .... ২০......... ইংরেজী .... বার, ... পক্ষের .... তিথির

.... নক্ষত্রের শুভলগ্নে পরম পবিত্র ওঁঙ্কার বিগ্রহের সম্মুখে এবং উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলী ও মাতৃমণ্ডলীকে সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ঘোষণা করছি যে, আমার সম্মুখস্থ .... জেলার .... থানাধীন .... গ্রাম নিবাসী .... এর পৌত্র এবং শ্রী ....এর পুত্র শ্রী .... কে নারী জীবনের পরম দেবতা পতিরূপে বরণ করলাম এবং ইহজীবনে একে অন্যের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অঙ্গীকার করলাম। পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদের সর্ব্বকল্যাণ সাধন করুন। **(শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি)।**

মাল্য-বিনিময় পর্ব

❖ বর ও কনে নিজ নিজ আসনে দাঁড়াবে। প্রথমে ৩ বার সমবেত কণ্ঠে ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র গান হবে এরপর বর-কনে পরস্পর মালা-বদল ও দৃষ্টি বিনিময় করবে। তখন শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি হতে থাকবে।

❖ তারপর বর ও কনে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বলবে–

বর– হে শক্তি সঞ্চারিণী নারী তোমার শক্তিময়ী স্নিগ্ধ শুভদৃষ্টির প্রভাবে আমার হৃদয়ে দুর্বার শক্তি সঞ্চার কর। আমার জীবন-সংগ্রামের ধর্মে ও কর্মে সহায় থেকে নিত্য নব প্রেরণা দাও এবং আমাকে জগতকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে সহায়তা কর। পরমমঙ্গলময় প্রভু আমাদের সহায় হোন।

❖ তারপর কনে বরের দিকে দাঁড়ানো অবস্থায় তাকিয়ে বলবে।

কনে– হে নারী জীবনের পরম দেবতা, তোমাকে পাবার এই শুভ মুহূর্তে তোমার পবিত্র ও স্নিগ্ধ শুভ দৃষ্টির বিমল প্রভায় আমার দেহ, অন্তর, নির্মল কর এবং আশীর্বাদ কর যেন ধর্মে-কর্মে সর্বাবস্থায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারি ও তোমাকে সহায়তা করতে সমর্থ হই। পরমমঙ্গলময় প্রভু আমাদের সহায় হোন।

❖ তারপর বর ও কনে বিগ্রহের দিক মুখ করিয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় যুক্ত-করে অন্তরের ভক্তি নিবেদন করে চক্ষু নিমীলিত অবস্থায় বলবে ঃ–

বর ও কনে– (একসঙ্গে) হে পরমেশ্বর এ শুভ মুহূর্তে গ্রহণ কর আমাদের শত কোটি প্রণাম, আশীর্বাদ কর যেন সত্য সুন্দর জীবন গঠনে ও জগত কল্যাণ-কাজে তোমার কৃপা লাভে সমর্থ হই। (হাত জোড় করে প্রণাম)

শ্রীশ্রী বিগ্রহ প্রদক্ষিণ পর্ব

বর ও কনের হাতে ফুল ও বিল্বপত্র প্রদান করা হবে। বর-কনে পুষ্প-বিল্বপত্র হাতে নিয়ে শ্রীবিগ্রহ ডানে রেখে ঘড়ির কাঁটার গতিপথ অনুসারে সাতবার শ্রীবিগ্রহ প্রদক্ষিণ করবে। প্রতিবার প্রদক্ষিণ পূর্ণ হলে শ্রীবিগ্রহের সামনে এসে হাতজোড় করে প্রণাম করবে এবং পরবর্তী পদক্ষিণে এগিয়ে যাবে। এ সময়ে সমবেত কণ্ঠে ব্রহ্মগায়ত্রী গান হবে এবং মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি হবে। এইরূপে সাতবার শ্রীবিগ্রহ প্রদক্ষিণ সম্পন্ন হলে বর-কনে একত্রে নতজানু হয়ে শ্রীবিগ্রহ প্রণাম করবে এবং শ্রীবিগ্রহ-পাদমূলে হস্তধৃত অঞ্জলি অর্পণ করবে। তারপর শ্রীবিগ্রহের সামনে দন্ডায়মান অবস্থায় বর-কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরাবে। এ সময়ে সমবেত কণ্ঠে ব্রহ্মগায়ত্রী গান, শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি হবে। তারপর বর ও কনে শ্রীবিগ্রহের দিকে মুখ করে একসাথে বলবে–

"হে প্রপিতামহ, হে প্রপিতামহী, হে প্রমাতামহ, হে প্রমাতামহী, হে পিতামহ, হে পিতামহী, হে মাতামহ, হে মাতামহী, হে পিতা, হে মাতা, তোমরা যে যে লোকেই থাকনা কেন, গ্রহণ কর আমাদের অন্তরের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। আমাদের জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ পুণ্য লগ্নে আমাদের এ আশীর্বাদ কর, তোমাদের বংশ পরম্পরাজাত এ দেহ নিয়ে যেন দুর্ল্লভ এ মানব জন্মে পরমাত্মার কৃপা লাভে তাঁর সাধনায় নিরত হই এবং সত্য সুন্দর জীবন গঠনের মাধ্যমে জগত কল্যাণ সাধন দ্বারা তোমাদের সম্মান বৃদ্ধি করতে পারি। তোমাদের আশীর্বাদে আমরা যেন বংশানুক্রমিক ঈশ্বরীয় সাধনে ব্রতী চরিত্রবান পুত্র-কন্যা লাভ করি। মঙ্গলময় প্রভু আমাদের সহায় হোন।"

এরপর বর-কনে একত্রে নতজানু হয়ে শ্রীবিগ্রহ প্রণাম করবে।

* তারপর বর-কনে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থায় বলবে ঃ-

"তোমার হৃদয় আমার হোক, আমার হৃদয় তোমার হোক,
আমাদের উভয়ের হৃদয় শ্রীভগবানের হোক।
মঙ্গলনিলয় পরমপ্রভু আমাদের সহায় হোন।"

[উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি হবে।]

দাঁড়ানো অবস্থায় যুক্ত-করে শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে বর-কনে প্রণাম করবে। এরপর বর ও কনে দাঁড়ানো অবস্থায় উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীর দিকে মুখ করে হাত জোর করে একত্রে বলবে– "সমবেত সুধী-সজ্জন ও মাতৃমণ্ডলী– আমাদের জীবনের এ শুভ মুহূর্তে প্রার্থনা করি আপনাদের আশীর্বাদ। আপনাদের আশীর্বাদে আমাদের জীবন সুন্দর হোক, সাধনময় হোক্। আপনাদের আশীর্বাদ আমাদের উদ্বুদ্ধ করুক জগতকল্যাণ কর্ম্মে এবং আমরা যেন আপনাদের আশীর্বাদ সচ্চরিত্র 'সাধক পুত্র-কন্যা লাভ করি।"

এরপর বর-কনে দাঁড়ানো অবস্থায় যুক্ত করে নতমস্তকে উপস্থিত সজ্জন-সজ্জনীবৃন্দকে প্রণাম নিবেদন করবেন।

[উপস্থিত সজ্জন-জননীবৃন্দ এ সময়ে বর-কনের উদ্দেশ্যে খৈ ছিটিয়ে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাবেন।]

এ সময়ে মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি হবে। তারপর সকলে বিগ্রহমুখী হয়ে বীর আসনে মৃদুকণ্ঠে সমবেত কণ্ঠে শান্তিবাচন করবেন।

[অনুষ্ঠান সমাপ্তি]

বরের স্বাক্ষর — কনের স্বাক্ষর
তারিখ ঃ — তারিখ ঃ

অনুষ্ঠান শেষে পরিচালকের ঘোষণা

আমি .... জেলার ....
থানাধীন .... (গ্রাম) নিবাসী, শ্রী ....
পিতা .... পরম পবিত্র ওঁঙ্কার বিগ্রহ, উপস্থিত সজ্জন ও মাতৃমণ্ডলীর সম্মুখে এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, অদ্য .... ১৪....... বাংলা .... ২০......... ইংরেজী .... বার, ... পক্ষের .... তিথির .... নক্ষত্রের শুভলগ্নে .... জিলার .... থানার .... গ্রামের .... এর পৌত্র এবং .... এর পুত্র শ্রী .... এর সাথে .... জেলার .... থানাধীন .... গ্রামের .... পৌত্রী এবং শ্রী .... এর কন্যা শ্রীমতি................................ এর শুভ বিবাহ কার্য্য পবিত্র অখণ্ড বিধিমতে যুগস্রষ্টা ঋষি অখণ্ডমণ্ডলের শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রবর্ত্তিত সমবেত উপাসনা ও শুভ-বিবাহের 'সত্যপাঠ' এর মাধ্যমে সুসম্পন্ন হল। আসুন আমরা পরম করুণাময়ের চরণে নব দম্পতির সুখময়, আনন্দময়, শান্তিময়, সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

কনে সম্প্রদানকারীর স্বাক্ষর — শুভ বিবাহ পরিচালকের স্বাক্ষর

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর ঃ–

১।

২।

৩।

৪।

৫।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

জয়গুরু,

সমবেত সুধী-সমাবেশ মা ও বোনেরা, আজকে শ্রী ....

.... ও শ্রীমতী ....

এর শুভ বিবাহ অনুষ্ঠানে আপনারা আপনাদের উপস্থিতি সহ বিভিন্নভাবে যে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য বর ও কনে পক্ষের পক্ষ হতে আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা পবিত্র অখণ্ড বিধিমতে অনুষ্ঠিত এ শুভ বিবাহ অনুষ্ঠানের সাত্বিকতা ও যুগোপযোগিতা উপলব্ধি করেছেন। পরমপ্রভুর আশীর্বাদ সকলের উপর বর্ষিত হউক। জয়গুরু।

রোগোপশম কামনা ঃ

কোন রুগ্ন ব্যক্তির রোগোপশম কামনায় সমবেত উপাসনা আয়োজন রোগীর মনোবল বিশেষ ভাবে বর্দ্ধন করে। যাঁর রোগোপশম কামনায় উপাসনা তিনি নিজে উপাসনায় উপস্থিত থাকলে উপাসনান্তে একজন সম্মানিত উপাসক/উপাসিকা উপাসনার নির্ম্মাল্য তাঁহার হস্তে অর্পণ করে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করবেন। যাঁর রোগোপশম কামনায় উপাসনা তিনি নিজে উপাসনায় উপস্থিত না থাকলে উপাসনা করে তাঁর নিকট অঞ্জলির পবিত্র নির্ম্মাল্য এবং সম্ভব স্থলে উপাসনার প্রসাদ প্রেরণ করা বিধেয়। ডাকযোগে উপাসনার প্রসাদ প্রেরণ করা যাবে না এক্ষেত্রে নির্ম্মাল্য ও শুভেচ্ছাপত্র প্রেরণ বিধেয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ঃ

যে কোনও ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ শোনা মাত্র প্রয়াত আত্মার শান্তি কামনায় ভগন্নাম স্মরণ কাঙ্খিত। অখণ্ডগণ 'হরিওঁ' মন্ত্র ভক্তিভরে উচ্চারণ করে পরলোক প্রস্থিত আত্মার শান্তি কামনা করবেন।

মৃত্যুর পর পরই শব দেহ শুদ্ধ বস্ত্রে আবৃত করে পাশে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে শুচি-শুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে। সম্ভব হলে হরিওঁ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা ভাল(ক্যাসেটেও হরিওঁ কীর্ত্তন হতে পারে)।

উপযুক্ত সময়ে শব দেহ স্নান করানোর উদ্যোগ নিতে হবে। যাঁরা শব দেহ স্নান করাবেন তাঁরা নিজেরা শুচি শুদ্ধ হয়ে একাজে ব্রতী হবেন। সম্ভব হলে শবদেহ স্নান কার্য্যে ব্রতীগণ নিজেরা স্নান করে নিবেন। শুদ্ধ আধারে সংরক্ষিত পরিষ্কার জলে শব দেহ উত্তমরূপে ধুয়ে স্নান করাতে হবে। এবং নব-বস্ত্র পরিধান করাতে হবে। এ স্নান প্রক্রিয়ায় তৈল-ঘি-সাবান ব্যবহার করা যেতে পারে এবং স্নান করানো কালে হরিওঁ কীর্ত্তন করা ভাল। স্নানের শেষ পর্যায়ে একটি পবিত্র আধারে সংরক্ষিত তুলসী জল বা কোন পবিত্র-বারি ব্রহ্ম গায়ত্রী মন্ত্র গান করা অবস্থায় শব দেহে ছিটিয়ে দেয়া হবে। এর পর হরিওঁ কীর্ত্তন

করা অবস্থায় অন্তিম উপাসনা স্থলে একটি নূতন পাটি বা চাদরের উপর নববস্ত্র পরিহিত শব পূর্ব্ব দিকে বা উত্তর দিকে শিয়র করে শোয়ান হবে এবং একটি নব বস্ত্র (সম্ভব হলে শুভ্র বর্ণের বস্ত্র) দিয়ে শবদেহের কণ্ঠ হতে পা পর্যন্ত ঢেকে দেয়া হবে। এরপর একটি বট-পাতায়(অভাবে যে কোন গাছের পাতা) চন্দন দিয়ে 'ওঁ' মন্ত্র লিখে শবের বুকে স্থাপন করা হবে। শবের ভ্রু-মধ্যে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা দিয়ে শব দেহ পুষ্পাদিতে সাজানো হবে। এরপর অন্তিম উপাসনার আয়োজন হবে। উপাসনারম্ভের প্রাক্ মূহুর্তে প্রয়াতের পরিবারের পক্ষে একজন সমবেত সজ্জনবৃন্দের উদ্দেশ্যে প্রয়াতের জীবদ্দশায় তৎকর্তৃক ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসরে কৃত সকল অপরাধ মার্জ্জনার অনুরোধের আবেদন এবং প্রয়াত আত্মার চির শান্তি কামনায় অন্তিম সমবেত উপাসনায় যোগদানের আবেদন জানাবেন। এরপর সকলে শব দেহকে সামনে রেখে একপাশে অথবা শব দেহকে ঘিরে বসে যে ভাবে সুবিধাজনক আসন গ্রহণ করে উপাসনায় নিরত হবেন।

- ❒ এ উপাসনা প্রয়াতের গৃহে অথবা অন্য যে কোন সুবিধাজনক স্থানে কিংবা শ্মশানে অনুষ্ঠিত হতে পারে।
- ❒ এ উপাসনায় ভোগ নৈবেদ্য থাকবে না।
- ❒ এ উপাসনায় পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির আসন থাকবে না।

উপাসনার শান্তি বাচনের পর পরলোক-প্রস্থিতের পুত্র এবং পরিবারের অপর সকলে মৃতের বক্ষোপরি স্থাপিত বিগ্রহের(বৃক্ষপত্রে চন্দন দ্বারা অঙ্কিত) পাদমূলে অঞ্জলি প্রদান করবেন। এরপর অপর উপাসক-উপাসিকাবর্গের অঞ্জলি বিগ্রহ পাদমূলে প্রদান করা হবে। এরপর প্রণব বিগ্রহ ও অঞ্জলির পুষ্পাদি সংগ্রহ করে জলে নিরঞ্জন প্রদান করা হবে। কোন বিশেষ সংক্রামক রোগ জনিত কারণে মৃত্যু হয়ে থাকলে রোগের সংক্রমণ সম্ভাবনা রোধ কল্পে বিগ্রহ-পুষ্পাদি কোন পবিত্র স্থানে মাটীতে প্রোথিত করা হবে। বিগ্রহ কখনও দগ্ধ করা হবে না।

এরপর হরিওঁ কীর্ত্তন সহকারে শবদেহ শ্মশানে নেয়া হবে এবং শব চিতায়/সমাধিতে শয়ান করানো হবে। শ্মশানযাত্রীগণ সম্ভবমত সুন্দর পোষাক পরিধান করবেন। নোংরা উৎকট পোষাক অবশ্যই বর্জ্জনীয়। শ্মশান কার্য্য 'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া' অর্থাৎ শেষ যজ্ঞ। সুতরাং এ কার্য্যে অংশগ্রহণকারী মাত্রেরই পোষাক-মন-আচার-ব্যবহার সুন্দর, মার্জ্জিত এবং দেহ শুচি-শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

গর্ভবতী মহিলার মৃত্যু হলে গর্ভস্থ সন্তানকে মাতৃগর্ভ হতে বের করে এনে পৃথকভাবে সৎকারের প্রচলিত ব্যবস্থা নিষ্ঠুর ও বেদনাদায়ক এবং বর্তমান যুগোপযোগী নয় সুতরাং এ প্রথা অনুসরণীয় নয়। ভগবৎ ইচ্ছায় যে অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে সে অবস্থাতেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া যুগোপযোগী এবং বিধেয়।

চিতায় শয়ান কালে সমবেত কণ্ঠে হরিওঁ অথবা ব্রহ্ম গায়ত্রী মন্ত্র গান করা হবে। এরপর ব্রহ্ম গায়ত্রী মন্ত্র সমবেত কণ্ঠে গান করা অবস্থায় মুখাগ্নি পর্ব সমাধা হবে। ঘড়ির কাঁটার গতিপথ অনুযায়ী সাতবার শব প্রদক্ষিণ করে মুখাগ্নি সম্পন্ন হবে। এসঙ্গেই চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হবে অথবা সমাধিতে মৃত্তিকা প্রদান আরম্ভ হবে। যতক্ষণ শবদাহ বা সমাধি কার্য্য চলবে ততক্ষণ হরিওঁ কীর্ত্তন করা প্রশস্য । কীর্ত্তন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব না হলে এ সময়ে শ্মশান-বন্ধুগণ সাধ্য মত নামজপ করবেন। সর্ব্ববস্থায় অহেতুক আলোচনা বর্জ্জনীয়।

দাহ কার্য্য বা সমাধি কার্য্য সম্পন্ন হলে সমবেত কণ্ঠে জপ সমর্পণ মন্ত্র গান করে শান্তি বারি প্রদান পূর্ব্বক আবশ্যক মত জল সহযোগে অগ্নি নির্ব্বাপণ, শ্মশান ধৌতকরণ সম্পন্ন হবে। পরিশেষে সমবেত শান্তি বাচন এর মাধ্যমে শ্মশান কর্ম্মের পূর্ণাহুতি। এ সময়ে দেহে আবদ্ধ জীবাত্মার মুক্তির রূপক কলসী (ঘট) পূর্ণ জল ঘটভঙ্গে মুক্তকরণ বা এতজ্জাতীয় নির্দ্দোষ প্রথার অনুশীলন অবিধেয় নয়।

শশ্মান-কর্ম্মের পর সকলে উত্তমরূপে স্নান করবেন। স্বাস্থ্যগত কারণে ইহা আবশ্যক। এর পর হতে শ্রাদ্ধের পূর্ব্বকাল পর্যন্ত পরলোক প্রস্থিতের পরিবারের সকলে প্রয়াত প্রিয়জনের বিদেহী আত্মার শান্তি

কামনায় সাধ্যমত জপ-ধ্যান-স্বাধ্যায় করবেন।

উল্লেখ্য যেভাবেই মৃত্যু হোক না কেন অখণ্ড বিধি মতে সকল মৃত্যুই দেহত্যাগ। প্রচলিত সংস্কারের মত কোন মৃত্যুকে অখণ্ড বিধি মতে অপমৃত্যু আখ্যা দেয়া হয় না। প্রাকৃতিক বা অন্য কোন দুর্ঘটনায় আঘাত জনিত মৃত্যু, সর্প-দংশন কিংবা কোন হিংস্র প্রাণীর আঘাতে মৃত্যু, উদ্বন্ধনে মৃত্যু অথবা আততায়ীর আঘাতে মৃত্যু, যে কারণেই মৃত্যু হোক না কেন অখণ্ড বিধি মতে সকল ক্ষেত্রেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সকল পর্ব একই প্রকার হবে।

শ্মশান কার্য্য সম্পন্ন হবার সময়েই সদ্য বিপত্তিকের পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন এবং সম্মতি আদায়ের প্রথা সেকেলে, অমানবিক এবং অসুন্দর, সুতরাং সর্ব্ববস্থায় বর্জ্জনীয়।

শ্রাদ্ধাধিকারীগণ শ্রাদ্ধীয় সমবেত উপাসনাদি পারলৌকিক কর্ম্ম সম্পন্ন হবার পূর্ব্ব পর্যন্ত অশৌচ পালন করবেন এবং ব্রহ্মচারীসুলভ সংযম ও সদাচার অনুশীলন করবেন। শ্মশান কর্ম্ম সমাপনান্তে স্নান করবার পর শ্রাদ্ধাধিকারীগণ সমবেত উপাসনায় যোগদান এবং অঞ্জলি প্রদান করতে পারবেন কিন্তু শ্রাদ্ধীয় কর্ত্তব্য সমাপনের পূর্ব্বে কোথাও উপাসনার ভোগ-নৈবেদ্য স্পর্শ করবেন না। শ্রাদ্ধাধিকারী শ্রাদ্ধীয় কার্য্যাদি সমাপনান্তে তা' করতে পারবেন - ইহা সদাচার বিধায় অনুসরনীয়। নিজ গৃহের বিগ্রহের নিত্য সেবা পরিবারের যে কেহ(শ্রাদ্ধাধিকারী/গণ সহ) করতে পারবেন।

গলায় ধরা ধারণ বাধ্যকর নয় তবে কোন পরিবারে তদ্রূপ প্রথা থাকলে শ্মশান কার্য্যের পরদিবস প্রাতে কোন শ্রদ্ধেয় সজ্জন ব্রহ্ম গায়ত্রী মন্ত্র গান করতে করতে শ্রাদ্ধাধিকারী/গণের কণ্ঠে ধরা প্রদান করতে পারেন। মৃতজনের আত্মার উদ্দেশ্যে নিত্য ফল-জল প্রদান বাধ্যকর নয়। মৃত্যুর পরে আত্মা কোন জাগতিক বস্তু গ্রহণ করে না বিধায় ইহা অপ্রয়োজনীয় প্রথা মাত্র। তবে প্রয়াত আত্মার কল্যাণ কামনায় নিত্য পশু-পক্ষী আদি প্রাণী-সেবা অবিধেয় নয়।

শ্রাদ্ধাধিকারীগণ অশৌচ-ব্রতকালে সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য বর্জ্জন

করবেন। তবে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আবশ্যক কার্য্য যথা উত্তমরূপে দন্ত ধাবন, স্নানকালে উপযুক্ত সাবানাদি সহযোগে গাত্রমার্জ্জন, হাতের-পায়ের নোখাদি কর্তন, সুপরিস্কৃত বস্ত্র পরিধান করবেন। নোখ-চুল-দাড়ি না কাটবার চাইতে প্রয়াত প্রিয়জনের পরলোকপ্রস্থিত আত্মার শান্তি কামনায় সাধ্যমত শ্রীভগবানের সুমঙ্গল নামের সেবা, দান-ধ্যান সর্ব্ব বিষয়ে উত্তম। শ্রাদ্ধাধিকারীগণ অশৌচ কালে কর্ম্মবাহুল্য ত্যাগ করবেন কিন্তু অত্যাবশ্যক কর্ম্ম নির্দ্বিধায় করবেন এবং তজ্জন্য উপযুক্ত বেশ পরিধান এবং পাদুকাদি ব্যবহার করবেন। অশৌচকালে পুণ্য কার্য্যে দান করা যায় না - এযুক্তি কুযুক্তি এবং কল্যাণবিরোধী বিধায় বর্জ্জনীয়। যে সময়ে পরলোকপ্রস্থিত প্রিয়জনের কল্যাণ কামনায় সাধ্যমত সাত্ত্বিক কার্য্য অনুশীলনের প্রয়াস চলছে **সে সময়ে 'পুণ্য কার্য্যে দান'এর মত সাত্ত্বিক কর্ম্মে অধিকতর আত্মোনিয়াগ আবশ্যক।**

আদ্য শ্রাদ্ধ / মৃতাশৌচ ঃ

অখণ্ড বিধিমতে শ্রাদ্ধাধিকারী/গণ ব্যতীত অপর কারও অশৌচ নাই। শ্মশান কার্য্যান্তে স্নান করার সঙ্গে সঙ্গে মৃতের পরিবারের শ্রাদ্ধাধিকারী ব্যতীত অপর সকলের অশৌচ সমাপন হবে। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন শ্রাদ্ধাধিকারীগণের মস্তক-মুণ্ডন সহ ক্ষৌর-কর্ম্ম অন্তে স্নান করবেন। এরপর কোন পবিত্র-বারি গৃহের সর্ব্বত্র এবং পরিবারের সকলের শিরে ছিটানো যেতে পারে - এতে একটা পবিত্রতা বোধ পরিবারের সদস্যবর্গের মনে অনুভূত হয় কিন্তু এই পবিত্র-বারি সিঞ্চন বাধ্যকর নয়। অখণ্ড বিধিমত মৃতাশৌচ দশ দিবস। একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধ। তবে সামাজিক বা পারিবারিক প্রয়োজনে পরলোক-প্রস্থিতের পরিবারের পূর্ব্বপুরুষগণের রীতি অনুযায়ী পূর্ব্বে অনুশীলিত দিবসেও এ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হতে পারে তবে ব্রাহ্মোণোচিত একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধ সর্ব্বকারণে শ্রেষ্ঠ। শ্রাদ্ধাধিকারীগণ কর্তৃক শ্রাদ্ধীয় সমবেত উপাসনাদি পারলৌকিক কর্ম্ম সম্পন্ন হবার সাথে সাথে শ্রাদ্ধাধিকারীগণের অশৌচ সমাপ্ত হবে।

প্রাতে সমবেত উপাসনা অখণ্ডবিধিমতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মুখ্য অঙ্গ। এ সমবেত উপাসনায় সকল শ্রাদ্ধাধিকারী/গণ অবশ্যই অংশগ্রহণ করবেন এবং পরলোক প্রস্থিতের পরিবারের সকলে, আত্মীয়-পরিজন ও শুভানুধ্যায়ীগণ সাধ্যমত এ উপাসনায় যোগদান করবেন। শ্রাদ্ধাধিকারীগণ পরিচালকের পাশে আসন গ্রহণ করবেন। উপাসনান্তে আচার্য্যের অঞ্জলি অর্পণের পর একে একে শ্রাদ্ধাধিকারী/গণ, পরলোক-প্রস্থিতের পরিবারের সদস্যবর্গ শ্রীবিগ্রহের পাদমূলে স্ব স্ব অঞ্জলি প্রদান করবেন। এরপর অপর সকল উপাসক উপাসিকার অঞ্জলি প্রদান। উপাসনান্তে সুবিধানুযায়ী সমবেত ব্রহ্মগায়ত্রী গান, নীরব জপযজ্ঞ, হরিওঁ কীর্ত্তন, দান পর্ব্ব, অখণ্ড-বিধিমতে শ্রাদ্ধের তত্ত্বালোচনা, নর-নারায়ণ সেবা হবে। উপাসনার পর উপাসনার প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকতে পারে তবে প্রসাদ গ্রহণকারীগণ প্রসাদ গ্রহণান্তে উত্তমরূপে হাত-মুখ ধুয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পরবর্তী অঙ্গে যোগদান করবেন। উল্লেখ্য অখণ্ডবিধিমতে শ্রাদ্ধ্য-কার্য্যে অখণ্ড সংহিতা দান, দরিদ্রজনে বস্ত্রদান এবং ভগবদ্‌ভক্ত তথা দরিদ্র-নারায়ণের সেবা এবং হরিওঁ কীর্ত্তন অবশ্য করণীয়।

মৃত্যু যেভাবেই হয়ে থাকুক না কেন অখণ্ড বিধি মতে সব মৃত্যুই সমান। প্রচলিত সংস্কারের মত কোন মৃত্যুকে অখণ্ড বিধি মতে অপমৃত্যু আখ্যা দেয়া হয় না। প্রাকৃতিক বা অন্য কোন দুর্ঘটনায় আঘাত জনিত মৃত্যু, সর্প-দংশন কিংবা কোন হিংস্র প্রাণীর আঘাতে মৃত্যু, উদ্বন্ধনে মৃত্যু অথবা আততায়ীর আঘাতে মৃত্যু, যে কারণেই মৃত্যু হোক না কেন অখণ্ড বিধি মতে সকল ক্ষেত্রেই শ্রাদ্ধ একাদশ দিবসে প্রশস্য।

কুল পরিবর্তন হেতু বিবাহিত কন্যাগণ চতুর্থ দিবসেই শ্রাদ্ধ করবেন - প্রচলিত সংস্কার মতের এ নিয়ম অখণ্ড বিধি মতে বাধ্যকর নয়। শ্রাদ্ধাধিকারী বিবাহিত-অবিবাহিত নির্ব্বিশেষে ভাই-বোন সকলে আগ্রহী হলে এক সঙ্গে মিলিতভাবে শ্রাদ্ধ-দিবসে শ্রাদ্ধ করতে অধিকারী। শ্রাদ্ধদিবসে পরলোক-প্রস্থিতের উদ্দেশ্যে আহারীয় প্রদান অপ্রয়োজনীয়।

পরলোক-প্রস্থিত আত্মা কোন জাগতিক বস্তু গ্রহণ করে না বিধায় ইহা অপ্রয়োজনীয় প্রথা মাত্র। তবে প্রয়াত আত্মার কল্যাণ কামনায় পশু-পক্ষী আদি প্রাণীর সেবার জন্য খাদ্যবস্তু দান অবিধেয় নয়।

পরলোক-প্রস্থিতের শান্তি কামনা ঃ

যে কোনও পরলোক প্রস্থিতের মৃত্যু সংবাদ জানার পর পর পরলোক-প্রস্থিতের আত্মার শান্তি কামনা করে সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান এবং তাঁর আত্মীয়-পরিজনকে উপাসনার নির্ম্মল্য-প্রসাদ এবং সহানুভূতিপূর্ণ পত্র প্রেরণ সজ্জনোচিত সদাচার, সুতরাং অনুসরণীয়। ডাকযোগে উপাসনার প্রসাদ প্রেরণ করা যাবে না এক্ষেত্রে নির্ম্মাল্য ও শুভেচ্ছাপত্র প্রেরণ বিধেয়।

বার্ষিক শ্রাদ্ধ ঃ

কারও মৃত্যুর পর এক বৎসর অতিক্রান্ত হলে যে কোন সুবিধাজনক দিনে বার্ষিক শ্রাদ্ধ হতে পারে। মৃত্যুর তারিখে বা তিথিতেই বার্ষিক শ্রাদ্ধ করতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। সমবেত উপাসনা এবং সম্ভব স্থলে এর পর জপ-কীর্ত্তন-নরনারায়ণসেবা-দানাদি এ অনুষ্ঠানের অঙ্গ হতে পারে।

শ্মশান মঠ উৎসর্গ ঃ

শ্মশান-মঠ উৎসর্গ উপলক্ষে প্রাতে সমবেত উপাসনা অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব্বদিন শ্মশান-মঠটি উত্তমরূপে ধু'তে হবে। উপাসনান্তে উপাসনার নির্ম্মাল্য, ধূপ-দীপ সহকারে শ্মশান-মঠে অর্পণ করার মাধ্যমে এ কার্য্য সম্পন্ন হবে। সম্ভব স্থলে মঠে নির্ম্মাল্য অর্পণের পূর্ব্বে হরিওঁ কীর্ত্তন সহযোগে তিনবার বা সাতবার মঠ প্রদক্ষিণ (ঘড়ির কাঁটার গতিপথ অনুসারে) করা যেতে পারে, তবে তা' বাধ্যকর নয়। এ নির্ম্মাল্য অর্পণ এক সঙ্গে একাধিক উৎসর্গীতব্য মঠে হতে পারে।

চান্দ্রায়ণ / প্রায়শ্চিত্ত ঃ

সূর্য্যোদয়ে সমবেত উপাসনা করে শান্তি বাচনের পর অবিরাম দিবস-ব্যাপী হরিওঁ কীর্ত্তন করে সূর্য্যাস্তে পুনর্ব্বার সমবেত উপাসনা করতে হবে। এভাবে চান্দ্রায়ণ ও প্রায়শ্চিত্ত সুসম্পন্ন হবে।

সমাপ্ত

গান

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব]

(তুমি) অশেষ হস্তে অপার করুণা
দিয়াছ দিতেছ ঢালিয়া ,
তবু দেই দোষ নাহি সন্তোষ
মরি মনাগুন জ্বালিয়া।

নাহি চিনি আমি আপনার জন,
তুমি সকলেরে করিলে আপন,
তবু ভুল ধরি কেবলি তোমারি
আপন ভ্রান্তি ভুলিয়া।

দুখ যদি দাও, সেও তব দয়া,
সে যে গো তোমার চরণেরি ছায়া,
ভুল বুঝি ব'লে যাই দূরে চ'লে
আশিস-মাধুরী ফেলিয়া ॥

এ ভুল আমার দাও ভেঙ্গে দাও ,
সুখের কামনা নাও কেড়ে নাও
ব্যাথা দিয়ে গ'ড়ে লওহে আমারে
শত বেদনায় দলিয়া ॥

অযাচক প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশ্‌ন থেকে প্রকাশিত হয়েছে

- ওঁঙ্কার তত্ত্ব - পণ্ডিত রাস মোহন চক্রবর্ত্তী, *এম. এ, পি এইচ বি*
- বাবামণির শ্রীচরণ সঙ্গে - ব্রহ্মচারী অসীম
- পরম প্রভুর চরণ পদ্মা সঁপিনু জীবন মোর - ব্রহ্মচারীণি সাধনা দেবী
- নাম-মাহাত্ম্য - স্নেহময় ব্রহ্মচারী
- স্বরূপানন্দ সঙ্গীত স্বরলিপি (১ম) - অযাচক আশ্রম, বাংলাদেশ
- অখণ্ড বিধিমতে দশবিধ সংস্কার - অযাচক আশ্রম, বাংলাদেশ
- অখণ্ড সাধনায় দীক্ষা - ডাঃ শ্রী যুগল ব্রহ্মচারী *এম, বি, বি, এস*

শীঘ্রই প্রকাশের পথে

- সৃষ্টি তত্ত্ব - ডাঃ শ্রী বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, *এম, বি*
- ঈশ্বর তত্ত্ব - ডাঃ শ্রী বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, *এম, বি*
- নন্দ কবিরাজ - সাধক কবি শ্রী সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
- মাধবী - সাধক কবি শ্রী সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
- শান্তি - সাধক কবি শ্রী সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
- "শুধু সে রেখে গেল" - সাধক কবি শ্রী সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
- রহিমপুরের অবিস্মরণীয় উৎসব (৭ মাঘ ১৩৪৭ বাংলা) - ব্রহ্মচারী প্রেম সুন্দর
- অখণ্ড বিধি (বিষয় ভিত্তিক জিজ্ঞাসার উত্তর)
- সংগ্রামের বীর - ষ্টিফেণ ক্রেইন
- শিল্‌ং প্রেমের প্লাবণ - পূর্ণ চন্দ্র পাল

অযাচক আশ্রম-বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় কার্যালয়-রহিমপুর, ডাক - মুরাদনগর জেলা-কুমিল্লা - ৩৫৪০ হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।